বিষয়বস্তুঃ মুনাফিকের ৪টি স্বভাব

রবীউল আউয়াল মাসের পঞ্চম জুমুআর বয়ান

(৩০ রবীউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরী, ৪ঠা অক্টোবর ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নুমানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৫

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আওয়াল মাসের ৩০ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা এমন ৪টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলি মুনাফিকের স্বভাব। যে ব্যক্তি নিজেকে মু'মিন বলে দাবি করে, অথচ তার অন্তরে ঈমান নেই, তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকেরা আল্লাহ তায়ালা নিকট খুবই অপ্রিয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ নিশ্চয় মুনাফিকেরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচুস্তরে থাকবে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

সহীহ বুখারীর ৩৪ নম্বর হাদীসে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

যার মধ্যে ৪টি স্বভাব থাকবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করবে। স্বভাব চারটি হলঃ (১) তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে, খিয়ানত করে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে ওয়াদা ভঙ্গ করে। (৪) যখন সে কারো সাথে ঝগড়া করে, গালাগালি করে। এটা সহীহ বুখারীর ৩৪ নম্বর হাদীস।

বোঝা গেল, আমানতে খিয়ানত করা, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও গালাগালি করা, অত্যন্ত মন্দ স্বভাব ও কবীরা গোনাহ। কোন মু'মিনের মধ্যে এ ধরণের মন্দ

স্বভাব থাকা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।

মুনাফিকের প্রথম স্বভাব আমানতে খিয়ানত করাঃ

আমানতে খিয়ানত করা কবীরা গোনাহ। কুরআন ও হাদীসে আমানত রক্ষা করার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূরা নিসার ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতের জিনিসসমূহ মালিকদের নিকট পৌঁছে দাও।”

আমানত ৪ প্রকারঃ (১) কেউ কোন জিনিস হিফাযত করার জন্য কাউকে দিল, সে জিনিসটি তার কাছে আমানত স্বরূপ রয়ে যায়। (২) অন্যের কোন জমি-জায়গা বা কোন জিনিস-পত্র যদি নিজের কাছে থাকে, তাহলে সেটাও আমানত। মালিককে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে। (৩) স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কর্মচারীদের উপর যে সমস্ত দায়িত্বভার থাকে, তা তাদের কাছে আমানত। অতএব, চাকরিজীবী ও শ্রমিকদের কাজে ফাঁকি দেওয়াটা

হল আমানতে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। (৪) কেউ যদি কারও সাথে কোন গোপন কথা বলে, তবে সে কথাটা তার কাছে আমানত। অতএব, গোপন কথা ফাঁস করা হল আমানতে খিয়ানত করা। এসব রকম আমানতের ক্ষেত্রে খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন আমানতদার ছিলেন যে, মক্কার মুশরিকরা তাঁর চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁকে আল-আমীন, আস-সাদিক বলে ভূষিত করেছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে আমানতদারী ও ওয়াদা পূরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ করে বলেছেনঃ

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। আর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার দ্বীন-ধর্ম বলে কিছু নেই।” মুসনাদে আহমাদের ১২৩৮৩ নম্বরে এ হাদীসটি আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

মুনাফিকের দ্বিতীয় স্বভাব মিথ্যা বলাঃ

হাদীসের ভাষ্যমতে, মিথ্যার ফল হল জাহান্নাম আর

সততার গন্তব্য হল জান্নাত। মুসনাদে আহমাদের ৬৬৪১ নম্বর হাদীসে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে যাওয়ার আমল কী ? নবীজি তাঁকে বলেছিলেনঃ সততা। কোন বান্দা যখন সত্যবাদী হয়, তখন তার সৎকাজ করার তাওফীক হয়। আর যখন কেউ সৎকাজ করে, তখন সে হয় প্রকৃত মু'মিন। আর যখন কেউ মু'মিন হয়ে যায়, তখন সে হয় জান্নাতী।

নবীজির এ কথা শুনে সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কী করলে মানুষ জাহান্নামে যায়? নবীজি বললেনঃ মিথ্যা বললে। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে পাপে লিপ্ত হয়। আর পাপ মানুষকে কুফরী কাজে ধাবিত করে। আর কুফরী কাজ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

একটি ঘটনাঃ

একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে নিজের একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে

বলেছিলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, জিবরাঈল ও মীকাঈল ফেরেশতা আমাকে নিয়ে এক পবিত্র এলাকায় ভ্রমণ করতে বার হলেন। এই ভ্রমণে তাঁরা আমাকে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় ও বিশেষ কিছু পাপকাজের শাস্তি দেখিয়েছিলেন।

সেই স্বপ্নে আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। সেখানে অন্য আরেক ব্যক্তি হাতে একটি লোহার কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্র নিয়ে সেই শুয়ে থাকা ব্যক্তির গাল চিরে মাথার পিছন পর্যন্ত কেটে ফেলছে। নবীজি বললেনঃ আমি দেখলাম, শুয়ে থাকা মানুষটির গালের এক দিক কাটা হয়ে গেলে অন্য দিক কাটার সময় প্রথম দিকটি আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে লোকটির গাল বার বার মাথার পিছন পর্যন্ত কাটছে। আমি এই কঠিন আযাব দেখে জিবরাঈল ও মীকাঈল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই লোকটি কে ? একে এভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন ? ফেরেশতারা উত্তরে বললেনঃ লোকটি একজন মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলত। আর তার মিথ্যা কথা লোকেরা সত্য বলে মনে করত। ফলে সেটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিয়ামত পর্যন্ত একে এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীর

৬৬৪০ নম্বরে হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদাব (রযি) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

মিশকাত শরীফের ৪১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

"মু'মিনের মধ্যে সবরকম দোষ থাকতে পারে, তবে (মু'মিনের মধ্যে) খিয়ানত করা আর মিথ্যা বলা, এ দু'টি গুণ থাকতে পারে না।"

একটি সূক্ষ্ম মিথ্যাচারঃ

সুধীবৃন্দ ! আমরা অনেকেই ছোট বাচ্চাদেরকে বলে থাকিঃ এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেবো। অথচ তাকে কোন কিছু দেওয়ার ইচ্ছাই থাকে না। বরং উদ্দেশ্য হয় তাকে কাছে আনা। মনে রাখবেন, এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত ও এটা গোনা'র কাজ। নবীজি বলেছেনঃ

مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَهِيَ كَذِبَةٌ

"যে ব্যক্তি কোন বাচ্চাকে বললঃ এসো, নাও। অতঃপর সে তাকে কিছু দিল না, তাহলে এটা হবে এক প্রকার মিথ্যা কথা।" এটা মুসনাদে আহমাদের ৯৮৩৬ নম্বর হাদীস।

মিথ্যা বলা যে কতবড় জঘণ্য কাজ, এসব হাদীস দ্বারা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমরা ঈমান ও ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা বর্জন করি না। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা বলে থাকি। আর এটাকে আমরা কোন গোনাহ বলে মনে করি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মিথ্যা বলা থেকে হিফাযত করুন।

মুনাফিকের তৃতীয় স্বভাব অঙ্গীকার ভঙ্গ করাঃ

সম্মানিত উপস্থিতি ! অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের মস্তবড় স্বভাব। আর এটা কবীরা গোনাহ। অতএব, ঈমানদারের কাজ হল, সে কোন অঙ্গীকার করলে পূর্ণ করবে। কথা দিলে কথা রক্ষা করবে। এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব সুন্দর একটি আদর্শ। কুরআন মজীদে বহু জায়গায় আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, সূরা মা-ইদার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ "হে মু'মিনগণ ! তোমরা অঙ্গীকাসমূহ পূর্ণ কর।"

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

বলে নিজের মু'মিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত করেছেন যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঈমানের দাবী। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের কাজ। এ জন্যই মুসনাদে আহমাদের ১২৩৮৩ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ "যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার মধ্যে দ্বীন-ধর্ম বলে কিছু নেই।"

একটি ঘটনাঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনও ওয়াদা খেলাফ করতেন না। তিনি যেভাবে ওয়াদা পূরণ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মিশকাত শরীফের ৪১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, একজন সাহাবীর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হামসা (রযি)। তিনি বলেছেনঃ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বের ঘটনা। আমি তাঁর কাছ থেকে কোন একটি জিনিস কিনেছিলাম। তার কিছু পয়সা বাকি ছিল। আমি বলেছিলামঃ আপনি অমুক তারিখে

এখানে আসবেন, আমি আপনাকে অবশিষ্ট পয়সা দিয়ে দেব। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ ঠিক আছে, তা-ই হবে। তারপর নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর আমার সেই পাওনা আদায় করার কথা মনে পড়ল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ার সাথে সাথে আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেনঃ তুমি তো আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছো ! আমি আজ ৩ দিন এখানে তোমার অপেক্ষা করছি ! এ ঘটনাটি মিশকাত শরীফে ৪১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! একবার ভেবে দেখুন, নবীজি অঙ্গীকার রক্ষা করার ব্যাপারে কেমন সচেতন ছিলেন ! একটি অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য তিনি ৩ দিন এক জায়গায় অপেক্ষা করেছেন ! এটা আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আসুন, আমরা তাঁর এ আদর্শ নিজেদের জীবনে ধারণ করি।

মুনাফিকের চতুর্থ স্বভাব গালাগালি করাঃ

ঝগড়া-বিবাদ বা রাগের সময় গালিগালাজ করা মুনাফিকের স্বভাব। গালিগালাজ করা কবীরা গোনাহ। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, আমরা অনেকেই বেমালুম গালিগালাজ করে থাকি।

সহীহ বুখারীর ৩৫৫৯ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীল কথা বলতেন না; এমনকী তিনি অন্য ব্যক্তির অশ্লীল কথা বা গালাগালি মুখে উচ্চারণ করতেন না। এ কথা সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে। তাহলে লক্ষ্য করুন, আমাদের নবীজির আদর্শ কত সুন্দর ছিল ! আসুন, আমরা আমাদের প্রিয়নবীর আদর্শে আদর্শিত হই।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।